

সূরা ৮৫ : বুরাজ, মাক্কী

(আয়াত ২২, রুকু ১)

৮৫ - سورة البروج، مَكِّيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ২২، رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকাশের,	১. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
(২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	২. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
(৩) শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।	৩. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
(৪) ধ্বংস হয়েছিল কুন্ডের অধিপতিরা	৪. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
(৫) ইক্ষনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিল আগুন।	৫. النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ
(৬) যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;	৬. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
(৭) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল	৭. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
(৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাজনক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।	৮. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

<p>(৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।</p>	<p>۹. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>
<p>(১০) যারা বিশ্বাসী নর নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের যজ্ঞাণা ও দহন যজ্ঞাণা (নির্ধারিত) রয়েছে।</p>	<p>۱۰. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ فِيهِمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ</p>

বুরাজ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সূরায় আকাশ ও 'বুরাজ' এর শপথ করেছেন। বুরাজ হল বড় বড় নক্ষত্রসমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, বুরাজ হল আকাশের তারকাসমূহ। (কুরতুবী ১৯/২০০) মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : উত্তম কারুকার্য সম্পন্ন আকাশ। (কুরতুবী ১৯/২৮৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : সূর্য ও চন্দ্রের মনযিলসমূহ। এই মনযিলের সংখ্যা বারো। প্রতি মনযিলে সূর্য এক মাস চলাচল করে এবং চন্দ্র ঐ মনযিলসমূহের প্রত্যেকটিতে দু'দিন ও এক তৃতীয়াংশ দিন চলাচল

করে। এতে আটশ দিন হয়। আর দু'রাত পর্যন্ত চন্দ্র গোপন থাকে, আত্মপ্রকাশ করেনা। (তাবারী ২৪/৩৩২)

প্রতিশ্রুত দিনের বর্ণনা

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **يَوْمَ مَوْعُودٍ** দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। **شَاهِد** হল জুমু‘আর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় ও অন্ত যায় সেগুলির মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এই জুমু‘আর দিন। এই দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা সময় এমন রয়েছে যে, ঐ সময়ে বান্দা যে কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তা কবূল করেন। আর কেহ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা থেকে পরিত্রাণ করেন। আর **مَشْهُود** হল আরাফার দিন। (তাবারী ২৪/৩৩২, ইব্ন খুযাইমাহ ৩/১১৬) আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত **شَاهِد** ‘শাহিদ’ শব্দ দ্বারা বিচার দিবসকে বুঝানো হয়েছে। বাগাবী (রহঃ) বলেন যে, বেশীর ভাগ লোকই মাশহুদ (**مَشْهُود**) বলতে জুমু‘আর দিন এবং শাহিদ (**شَاهِد**) বলতে আরাফার দিনকে মনে করতেন। (বাগাবী ৪/৪৬৬)

কাফির কর্তৃক মুসলিমদেরকে অগ্নিকুণ্ডে শাস্তিদানের ঘটনা

এই শপথসমূহের পর ইরশাদ হচ্ছে : **قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ** ‘ধ্বংস করা হয় অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদেরকে।’ এরা ছিল একদল কাফির যারা ঈমানদারদেরকে পরাজিত করে তাঁদেরকে ধর্ম হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানালে ঐ কাফিরেরা মাটিতে গর্ত খনন

করে তার মধ্যে কাঠ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারপর ঈমানদারদেরকে বলে : এখনো তোমাদের এ ধর্মত্যাগ কর। ঈমানদার লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানানেন। তখন ঐ কাফিরেরা তাঁদেরকে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়। এটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফিরেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঈমানদারদেরকে জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখছিল ও আনন্দে আত্মহারা হচ্ছিল। এ শত্রুতা এবং শাস্তির কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বশক্তিমান। তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত লোকেরা কখনো ধ্বংস হয়না, ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। যদি তিনি কখনো নিজের বিশেষ বান্দাদেরকে কাফিরদের দ্বারা কষ্ট দিয়েও থাকেন, সেটাও বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এবং তার রহস্য কারও জানা না’ও থাকতে পারে। কিন্তু সেটা একটা প্রচলন ও বিশেষ অন্তর্নিহিত রাহমাত ও ফাযীলাতের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি যমীন, আসমান এবং সমগ্র মাখলুকাতের মালিক এবং তিনি সকল জিনিসের প্রতি নয়র রাখছেন। তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে কোন জিনিসই গোপন নেই।

বিস্ময়কর বালক, যাদুকর ও সাধকের বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে : আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনি়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটা ছেলে দিন যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

বাদশাহ একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য যাদুকরের নিকট পাঠায়। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত। সাধকও ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদাত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশে ওয়াজ নাসীহাত করতেন।

বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদাতের পদ্ধতি দেখত, কখনো ওয়ায নাসীহাত শুনত। এ কারণে যাদুকরের কাছেও সে মার খেত এবং বাড়ীতে বাপ মায়ের কাছেও মার খেত। কারণ যাদুকরের কাছে যেমন দেৱীতে পৌছত, তেমনি বাড়ীতেও দেৱী করে ফিরত। একদিন সে সাধকের কাছে তার এ দুৰাবস্থার কথা বৰ্ণনা করল। সাধক তাকে বলে দিলেন : যাদুকর দেৱীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেৱী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, যাদুকর দেৱী করে ছুটি দিয়েছে।

এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধৰ্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। একদিন সে দেখল যে, তার চলার পথে এক বিরাট ভয়ংকর জানোয়ার পথ আগলে বসে আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহর কাছে সাধকের ধৰ্ম অধিক পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের ধৰ্ম অধিক পছন্দনীয়। এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করল : হে আল্লাহ আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধৰ্মের চেয়ে সাধকের ধৰ্ম অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন যাতে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পেয়ে পথ চলতে পারে। পাথর নিক্ষেপের আঘাতে জানোয়ারটি মেরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আল্লাহ প্রেমিক সাধক বালকটির ঐ খবর শুনে পেয়ে শিষ্যকে বললেন : হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম; আমার মনে হচ্ছে, এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবেনা।

অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করল। তার দু'আর বারাকাতে জন্মান্ন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগল। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকল এবং এছাড়া আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগল। বাদশাহর এক অন্ধ মন্ত্রী এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাজির হয়ে বললেন : যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তাহলে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিব।

বালকটি এ কথা শুনে বলল : দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার রাব্ব আল্লাহই তা পারেন। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে আমি তাঁর নিকট দু'আ করতে পারি। মন্ত্রী অস্বীকার করলে বালক তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। এতে মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিল? মন্ত্রী উত্তরে বললেন : আমার প্রভু। বাদশাহ বলল : হ্যাঁ, অর্থাৎ আমিই। মন্ত্রী বললেন : না, আপনি নন। বরং আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথা শুনে বাদশাহ বলল : তাহলে আমি ছাড়াও আপনার কোন প্রভু আছেন কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন : হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ। বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করল এবং জিজ্ঞেস করল : এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন ঐ বালকের কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বলল : তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছ যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছ? বালকটি উত্তরে বলল : এটা ভুল কথা। আমি কেহকেও সুস্থ করতে পারিনা, যাদুও পারেনা; সুস্থতা দান একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। বাদশাহ বলল : অর্থাৎ আমি, কারণ সবকিছুই তো আমিই করে থাকি। বালক বলল : না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল : তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল : হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ ছাড়া কেহ নয়। বাদশাহ তখন বালককেও নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল। বালকটি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধকের নাম বলে দিল। অতঃপর সাধককে সামনে নিয়ে আসা হলে বাদশাহ তাকে বলল : তুমি এ ধর্মত্যাগ কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাঁকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরা করে দিল। তার যে মন্ত্রী অন্ধ ছিল তাকেও ধর্ম ত্যাগ না

করার জন্য দুই টুকরা করে ফেলল। এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল : তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিল : এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও, অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিতে বল। যদি মেনে নেয় তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে ফেলে দাও। সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলল। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। তখন বালক আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করল : হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক আপনি আমাকে রক্ষা করুন! এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠল এবং ঐ সৈন্যরা গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে ঐ যালিম বাদশাহর নিকট পৌঁছল। বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়? বালকটি জবাবে বলল : আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল : নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, যদি সে পূর্ব ধর্মে ফিরে না আসে তাহলে তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো। সৈন্যরা বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। বালক সেখানেও মহান আল্লাহর নিকট ঐ একই প্রার্থনা জানাল। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠল এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। বালক নিরাপদে তীরে উঠল।

অতঃপর সে বাদশাহর দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল : তুমি এখানে কিভাবে এলে, আর আমার সৈন্যদেরই বা খবর কি? বালকটি বলল : আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেননা। তবে হ্যাঁ, আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বলল : কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল : সকল মানুষকে একটি মাইদানে সমবেত করুন। তারপর

একটি গাছের গুঁড়ির সাথে আমাকে শক্ত করে বেধে ফেলুন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغَلَامِ অর্থাৎ আল্লাহর নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের রাব্ব। তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব।

বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কপালের এক পাশে বিদ্ধ হল। তীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বালকটি তার হাত চাপা দিল ও শাহাদাত বরণ করল। সে শহীদ হওয়ার সাথে সমবেত জনতা বালকটির ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করল। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল : আমরা এই বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম। এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বাদশাহকে বলল : আমরা তো এই বালকের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলামনা, সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করল! আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে বিপরীত ঘটল। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল। সবাই যে মুসলিম হয়ে গেল! এখন কি করা যায়?

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিল : প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বড় বড় খন্দক খনন কর এবং ওগুলোতে জ্বালানী কাঠ ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হল। মুসলিমদের সবাই অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী দুধের শিশু কোলে নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠল। সে বলল : মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের শেষ দিকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সুনান নাসাঈতেও কিছুটা সংক্ষেপে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (আহমাদ ৬/১৬, মুসলিম ৪/২২৯৯)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি তার গ্রন্থের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এই ঘটনাটি

লিপিবদ্ধ করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) তার সিরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে তার বর্ণিত উপস্থাপনা কিছুটা ভিন্নতর। এরপর ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বালকটি হত্যা করার পর নাজরানের অধিবাসীরা ঐ বালকটির ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। সে সময় সেখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল।

নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলিম হয়ে গেল এবং ঈসার (আঃ) সত্য দীনে বিশ্বাস স্থাপন করল। ঐ সময় ঈসার (আঃ) ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো নাবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে বিদ‘আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্ট ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ। এক সময় যু নুওয়াস নামক এক ইয়াহুদী একদল সৈন্য নিয়ে সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী খৃষ্টানদের বলে : তোমরা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হলনা। যু নুওয়াস তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল, অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর তাদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল এবং অন্যদেরকে সে তরবারীর আঘাতে হত্যা করে। ঐ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাজার লোককে হত্যা করল।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যু নুওয়াসের নাম ছিল যারআহ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল বায়ান আসআদ আবী কারীব। সে তুকা ছিল। সে মাদীনায় যুদ্ধ করে এবং কা‘বাঘরের উপর গিলাফ উঠায়। ইব্ন হিশাম বলেন, তার সাথে দুইজন ইয়াহুদী আলেম ছিলেন। ইয়ামানবাসী তাঁদের হাতে ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যু নুওয়াস একদিনেই বিশ হাজার মু‘মিনকে হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যার নাম ছিল দাউস যু ছা‘লাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তাঁরও পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি সরাসরি রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট

পৌছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামানে আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিল আরবাত ও আবরাহা। ইয়াহুদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামান ইয়াহুদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যু নুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামানে খৃষ্টান শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর সাইফ ইব্ন যী ইয়াযান হিমইয়ারী পারস্যের বাদশাহর নিকট থেকে প্রায় সাতশ' সহায়কবাহিনী নিয়ে ইয়ামানের উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামানে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু বর্ণনা সূরা 'ফীল' এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পরিখা খননকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে **فَتَنُوا** শব্দের অর্থ হল : জ্বালিয়ে দেয়া। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আবযাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৪৩, ৩৪৪) এখানে বলা হচ্ছে : **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ** : সব লোক যারা মুসলিম নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা যদি তাওবাহ না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত না হয় তাহলে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। জ্বলে পুড়ে কষ্ট পাওয়ার শাস্তি নিশ্চিত। এতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, যে দুষ্কৃতিকারী, পাপী ও হঠকারীরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাদেরকেও তাওবাহ করতে বলছেন এবং তাদের প্রতি ক্ষমা, মাগফিরাত ও রাহমাত প্রদানের অঙ্গীকার করছেন।

<p>(১১) যারা ঈমান আনে ও সংকাজ করে তাদের জন্যই আছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; এটাই সুমহান, সফলকাম।</p>	<p>۱۱. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ</p>
<p>(১২) তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন।</p>	<p>۱۲. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ</p>
<p>(১৩) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,</p>	<p>۱۳. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ</p>
<p>(১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,</p>	<p>۱۴. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ</p>
<p>(১৫) আরশের অধিপতি মহিমময়,</p>	<p>۱۵. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ</p>
<p>(১৬) তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন,</p>	<p>۱۶. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ</p>
<p>(১৭) তোমার নিকট কি পৌছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত -</p>	<p>۱۷. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ</p>
<p>(১৮) ফির'আউন ও হামুদের?</p>	<p>۱۸. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ</p>
<p>(১৯) তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত,</p>	<p>۱۹. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ</p>

(২০) এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	۲۰. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ
(২১) এটা কুরআন,	۲۱. بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ
(২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	۲۲. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

সং আমলকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য কঠিনতম শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা নিজ শত্রুদের পরিণাম বর্ণনা করার পর তাঁর বন্ধুদের পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ : তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। তাদের মত সফলতা আর কে লাভ করতে পারে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ : তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তাঁর যে সব শত্রু তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয় তাদেরকে তিনি ব্যাপক শক্তির সাথে পাকড়াও করবেন, যে পাকড়াও থেকে মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পাবেনা। তিনি বড়ই শক্তিশালী। তিনি যা চান তাই করেন। যা কিছু করার তাঁর ইচ্ছা হয় এক নিমেষের মধ্যে তা করে ফেলেন। তার কুদরাত বা শক্তি এমনই যে, তিনি মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করবেন। পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তাঁকে কেহ বাধা দিতে পারবেনা, তাঁর সামনেও কেহ আসতে পারবেনা।

তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তবে শর্ত হল যে, তাদেরকে তাঁর কাছে বিনীতভাবে তাওবাহ করতে হবে। যত বড় পাপ বা অন্যায় হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আল ওয়াদুদ’ এর অর্থ হল, তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। (তাবারী ২৪/৩৪৬) স্বীয় বান্দাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত

স্নেহশীল। তিনি আরশের মালিক, সেই আরশ সারা মাখলুকাত অপেক্ষা উচ্চতর এবং সকল মাখলুক তথা সৃষ্টির উপরে অবস্থিত।

مَجِيد শব্দের দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি কিরআতে 'মীম' এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ مَجِيد এবং অপর কিরআতের 'মীম' এর উপর পেশ দিয়ে অর্থাৎ مُجِيد রয়েছে। مَجِيد উচ্চারণ করলে তাতে আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। আর مُجِيد উচ্চারণ করলে প্রকাশ পাবে আরশের গুণ বৈশিষ্ট্য। উভয় কিরআতই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যে কোন কাজ যখন ইচ্ছা করতে পারেন, করার ক্ষমতা রাখেন। শ্রেষ্ঠত্ব, সুবিচার এবং নৈপুণ্যের ভিত্তিতে কেহ তাঁকে বাধা দেয়ার বা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখেনা।

আবু বাকর (রাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন ঐ রোগের সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : 'কোন চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা করেছেন কি?' উত্তরে তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, করেছেন।' জনগণ তখন তাঁকে বললেন : 'চিকিৎসক আপনাকে (রোগের ব্যাপারে) কি বলেছেন?' তিনি জবাব দিলেন : 'চিকিৎসক বলেছেন : اِنِّیْ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ অর্থাৎ 'আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি।' (কুরতুবী ১৯/২৯৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : هَلْ أَتَاكَ حَدِیْثُ الْجُنُوْدِ. فِرْعَوْنُ (হে নাবী)! তোমার নিকট কি ফির'আউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌছেছে? এমন কেহ ছিলনা যে, সেই শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে বা শাস্তি প্রত্যাহার করাতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও খুবই কঠিন। যখন তিনি কোন পাপী, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করেন তখন অত্যন্ত ভয়াবহভাবেই পাকড়াও করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ, কুফরী এবং হঠকারিতায় রত রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ

তা'আলা তাদের উপর বিজয়ী ও শক্তিমান। তারা তাঁর নিকট হতে কোথাও আত্মগোপন করতে পারেনা। অথবা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনা। কুরআনুল কারীম সম্মান ও কারামাত সম্পন্ন। তা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন হ্রাস বৃদ্ধি হতে মুক্ত। এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হবেনা।

সূরা বুরাজ এর তাফসীর সমাপ্ত।